ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা

ধূমপানমুক্ত পরিবেশ
সুস্থ জীবন সমৃদ্ধ দেশ

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

ধূমপান মুক্তকরণ নির্দেশিকা

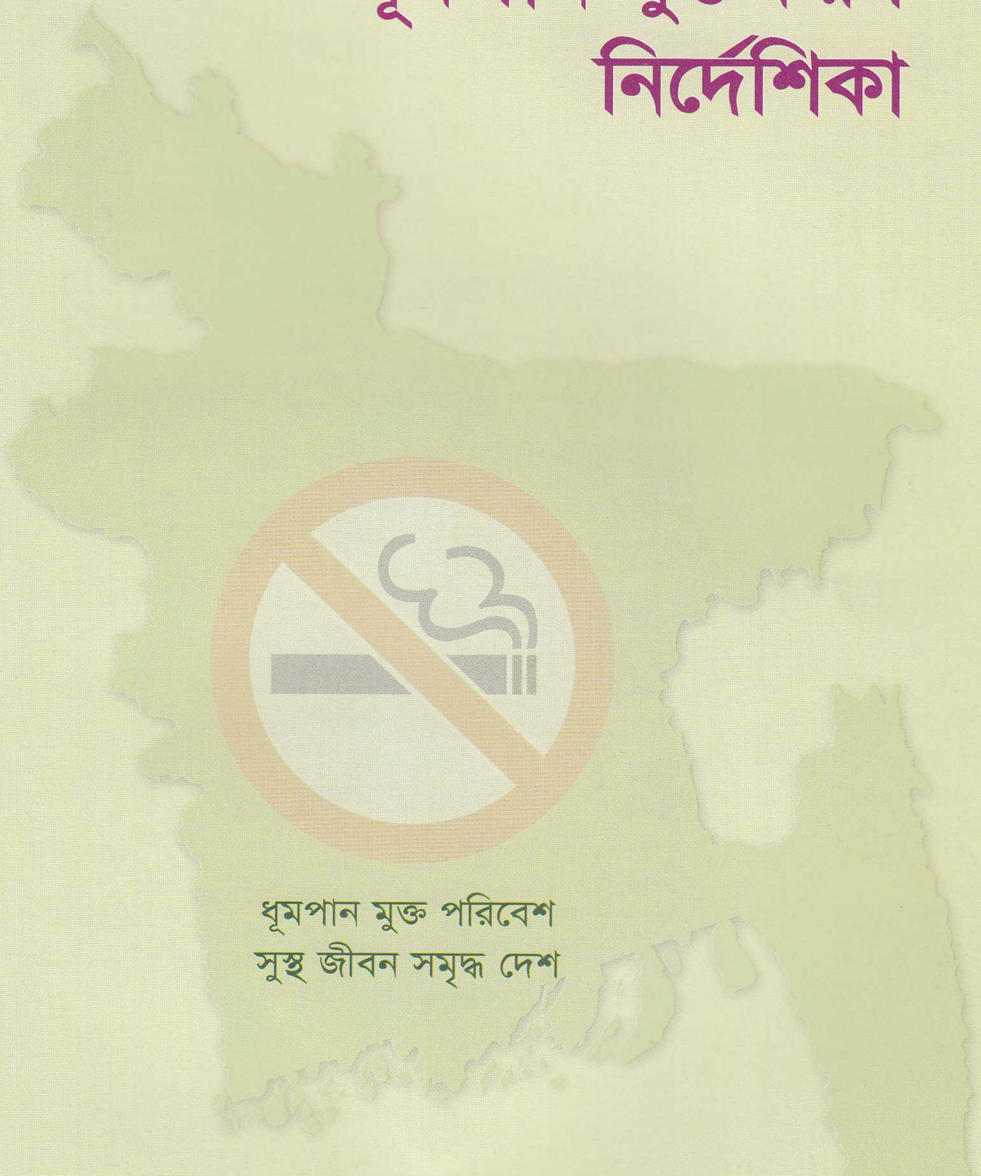

ধূমপান মুক্ত পরিবেশ
সুস্থ জীবন সমৃদ্ধ দেশ

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
৮১, গুলশান এভিনিউ
গুলশান-২, ঢাকা।

আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ

অঞ্চল -১

বাড়ি নং ২০, সড়ক নং-১৩/ডি
সেক্টর-৬ আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা।

অঞ্চল -২

জার্মান টেকনিক্যাল সেন্টারের পূর্ব পাশে
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা।

অঞ্চল -৩

বাড়ি নং ৪, সড়ক নং-৯০
গুলশান-২, ঢাকা।

অঞ্চল -৪

টাউন হল
সেকশন-১০, গোল চত্বর
মিরপুর, ঢাকা।

অঞ্চল- ৫

কাওরান বাজার আড়ৎ বিল্ডিং
কাওরান বাজার, ঢাকা।

শুভেচ্ছা বাণী

নগরবাসীকে উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কাজ করে চলেছে। নগরবাসীদের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এলক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ইতোমধ্যে ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক একটি নির্দেশিকা বা গাইডলাইন তৈরি ও অনুমোদন করেছে। এই নির্দেশিকাটি ধূমপানমুক্ত ঢাকা গড়ে তুলতে এবং আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লে স ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে সহায়ক হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ধূমপানমুক্ত নগরী গড়তে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। তাই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক এবং এ সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সিটি কর্পোরেশনসহ ঢাকা মহানগরীর সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। পৃথিবীর অনেক দেশের বিভিন্ন শহর এখন ধূমপানমুক্ত শহর হিসেবে ঘোষিত। তাই ঢাকা মহানগরীকে ধূমপানমুক্ত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে সিটি কর্পোরেশনের এই উদ্যোগের সাথে সাথে সকলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

এই নির্দেশিকাটি তৈরি ও প্রকাশে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতার জন্য আমি মিশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি আহ্ছানিয়া মিশন ধূমপান প্রতিরোধে এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে।

শুভেচ্ছান্তে

(মোহাম্মদ মাহমুদ রেজা খান)
প্রশাসক
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	৫
২.	স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি	৫
৩.	নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা	৬
৪.	নির্দেশিকার লক্ষ্য	৬
৫.	কর্পোরেশনের ক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা ও নির্দেশিকার আওতাভূক্ত এলাকা	৬
৬.	সংজ্ঞা	৭
৭.	নির্দেশনা বাস্তবায়ন নীতিসমূহ	৮
৮.	পরিদর্শন ও মনিটরিং	৮-৯
৯.	সর্তকতামূলক নোটিশ প্রদান	৯-১০
১০.	আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নিয়োগ	১০
১১.	মোবাইল কোর্ট চালু করা	১০
১২.	লিখিত ও মৌখিক সতর্কতা প্রদান	১০
১৩.	জরিমানা ও শাস্তি	১০-১১
১৪.	শিশু বা কম বয়সীদের ক্ষেত্রে করণীয়	১১
১৫.	আইন প্রয়োগে সহযোগিতা	১১
১৬.	হেল্পলাইন স্থাপন	১১
১৭.	ধূমপান ত্যাগে সহযোগিতা	১১
১৮.	তথ্য, শিক্ষা ও প্রচার	১১-১২
১৯.	অন্যান্য কৌশল	১২
২০.	নির্দেশিকাটি কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অভিযোগ	১২
২১.	বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও রিভিউ	১৩
২২.	আইন প্রয়োগ প্রক্রিয়া	১৪
২৩.	তথ্যসূত্র	১৫

১. ভূমিকা

জনসংখ্যার আধিক্য, নিম্ন-আয়, দারিদ্রতা ইত্যাদির কারণে বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারী ১০ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০০৯ অনুসারে এদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৪৩.৩% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাকজাত দ্রব্য (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন) ব্যবহার করে, যার মধ্যে ৫৮% পুরুষ এবং ২৮.৭% মহিলা। এর মধ্যে ২৩% মানুষ ধূমপান করে। এটি এখন স্বীকৃত যে, ধূমপান, ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ী (যিনি পরোক্ষ ধূমপানের শিকার) উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। এদের উভয়েরই স্ট্রোক, হার্ট এ্যাটাকসহ অন্যান্য হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা, কণ্ঠনালী এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগ, হাঁপানীসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এই রোগব্যাধি গুরুতর অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব ও অকাল মৃত্যুর কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৪ সালের গবেষণায় দেখা যায় এ দেশে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ফলে প্রতিবছর ৫৭,০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং ৩,৮২,০০০ জন পঙ্গুত্ববরণ করে। গ্যাটস ২০০৯ এর রিপোর্ট অনুসারে ৪৫% মানুষ পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হয় বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে। দেশের ৪ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে, যার মধ্যে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র হোটেল-রেস্তোরাঁসমূহে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়।

বিশ্বব্যাপী সমন্বিত তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের লক্ষ্যে ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে (ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ ২০০৩ সালের ১৬ জুন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ২০০৪ সালের ১০ মে এফসিটিসি অনুস্বাক্ষর করে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকার এফসিটিসি'র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং এ আইনের আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ পাস ও কার্যকর করে। তথাপিও জনসংখ্যা বৃদ্ধি, তামাক কোম্পানির প্রচারণা এবং অজ্ঞতাসহ নানাবিধ কারণে ধূমপায়ীর হার ক্রমাগত আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন কার্যকর বাস্তবায়ন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এই নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়। এই নির্দেশিকাটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কার্যকর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নির্দেশিকাটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট নোটিশ দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করবে, সেই তারিখ হতে কার্যকর হবে। এর কার্যকারিতার দিন তারিখ নির্ধারিত হবে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের জারিকৃত নোটিশের মাধ্যমে।

২. তামাকজাত দ্রব্য এবং ধূমপানের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি

অসংক্রমিত ও প্রতিরোধযোগ্য রোগব্যাধি এবং অকাল মৃত্যুর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে ধূমপান। তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার মানুষের ক্ষতি ছাড়া কোনো উপকার করে না। অধিকন্তু বিভিন্ন ধরনের রোগ, যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ, যক্ষ্মা, হাঁপানি, পেটে ঘা, পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগকে ত্বরান্বিত করে যা দেশের জনগণ এবং সরকারের স্বাস্থ্যখাতের জন্য বিরাট হুমকি। এটি এখন স্বীকৃত যে, ধূমপান, ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ী (যিনি পরোক্ষ ধূমপানের শিকার) উভয়েরই জন্য ক্ষতিকর। ধূমপানের কারণে উভয়েরই স্ট্রোক, হার্ট এ্যাটাকসহ অন্যান্য হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা, কণ্ঠনালী শ্বাসতন্ত্রের রোগ এবং হাঁপানীসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

এই নির্দেশিকার মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাভূক্ত এলাকা বিশেষ করে কর্মক্ষেত্র, পাবলিক পরিবহন ও পাবলিক প্লেসে ধূমপানের মাত্রা হ্রাস করে জনসাধারণকে ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

৩. নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা

৩.১ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তামাক ও ধূমপানকে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মারাত্মক ঝুঁকি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং তৎপরবর্তী সংশোধনী অনুসারে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করলেও, নানাবিধ কারণে তা বাস্তবায়নের গতি খুব ধীরলয়ের এবং হতাশাব্যঞ্জক, কার্যকর ধূমপান মুক্তকরণে বিষয়টি নিশ্চিত করা সময় সাপেক্ষ।

৩.২ এ নির্দেশিকার মূল্য লক্ষ্য হচ্ছে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আইনে সুনির্দিষ্টকৃত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্তকরণের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের আওতায় কর্মক্ষেত্র, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং রেস্টুরেন্ট এর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোকে ১০০ ভাগ ধূমপানমুক্ত করা।

৩.৩ এ নির্দেশিকাটির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনসহ এর আওতাধীন সকল কর্মক্ষেত্র, পাবলিক পরিবহন ও পাবলিক প্লেসের কর্তৃপক্ষকে ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এবং ধূমপানমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও করণীয় নির্ধারণে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪. নির্দেশিকার লক্ষ্য

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রণীত এ নির্দেশিকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-

৪.১ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং তৎপরবর্তীতে আইনের সংশোধনীর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৪.২ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন, কর্মক্ষেত্র, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং রেস্টুরেন্ট এর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে অধূমপায়ীদের (বিশেষ করে নারী ও শিশুদের) ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা।

৪.৩ ক্রমান্বয়ে ধূমপানমুক্ত স্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে ধূমপায়ীর সংখ্যা ও মাত্রা হ্রাস এবং ধূমপান ত্যাগে উৎসাহী করা।

৪.৪ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

৪.৫ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা।

৫. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষমতা, অর্পিত দায়িত্ব ও আওতাভুক্ত এলাকা

৫.১ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে প্রণীত বিধান। এই আইনের ধারা ৪১ এবং তৃতীয় তফসিল অনুসারে জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সিটি কর্পোরেশনের অধিবাসীদের জন্য নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষমতা এ আইনে নিশ্চিত করা হয়েছে।[১]

৫.২ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময় অনুসারে এ নির্দেশনা বাস্তবায়িত হবে।

৫.৩ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভূক্ত ৩৬ টি ওয়ার্ডে নির্দেশিকায় বর্ণিত বিষয়াবলী প্রযোজ্য হবে।

---

১ ধারা ৪১, ৩য় তফসিল ১.১,৫, ৭, ২০ (চ), ২৬.৭. (ট)

৬. সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকার–

৬.১ "পাবলিক প্লেস" অর্থ-

৬.১.১ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা ২ এর "চ" এবং তৎপরবর্তী আইনের সংশোধনী অনুসারে নির্ধারিত স্থানসমূহ। যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত অফিস, গ্রন্থাগার, লিফ্ট, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমান বন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, ফেরি, প্রেক্ষাগৃহ (সিনেমা হল), থিয়েটার হল, আচ্ছাদিত প্রদর্শনী কেন্দ্র, বিপণী ভবন, রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, সরকারি বা বেসরকারিভাবে পরিচালনাধীন শিশু পার্ক, সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য যেকোনো বা সকল স্থান;

৬.১.২ পাবলিক পরিবহনে বা কোথাও অপেক্ষমান জনসাধারণের জন্য নির্ধারিত সারি বা স্থানে পাবলিক প্লেস গণ্যে উক্ত সারি বা স্থানে ধূমপান করা যাবে না;

৬.১.৩ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন হোটেল, রেস্টুরেন্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়াস্থল, কর্মস্থল, সিটি কর্পোরেশন ঘোষিত নির্ধারিত অন্য যে কোনো বা সকল স্থান;

৬.২ "ক্রীড়াস্থল" অর্থ খেলাধূলার জন্য আচ্ছাদিত বা অনাচ্ছাদিত স্থান;

৬.৩ "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ভবন, খেলার মাঠ, করিডোর, টয়লেট, প্রতিষ্ঠানের সীমানায় প্রতিষ্ঠিত হোস্টেল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যেকোনো স্থান;

৬.৪ "স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান" অর্থ স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স, কমিউনিটি হেলথ্ সেন্টার, ক্লিনিক, ডাক্তারের চেম্বার এবং ফার্মেসী, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘোষিত নির্ধারিত যেকোনো বা সকল স্থান;

৬.৫ "পাবলিক পরিবহন" অর্থ আইনের ধারা ২ (ছ) এ বর্ণিত সংজ্ঞা। যেমন-

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা ২ (ছ) এবং তৎপরবর্তীতে আইনের সংশোধন অনুযায়ী যানবাহন সমূহ। যেমন মোটর গাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, উড়োজাহাজ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোনো যান;

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার সকল যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক জন-যানবাহন। তবে যখন উক্ত পরিবহনের মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে এটি এ নির্দেশনার আওতাভুক্ত নয়;

৬.৬ "ধূমপান" অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সাথে টেনে নেয়া বা বের করা এবং কোন প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও এর অন্তর্ভূক্ত যেমন: সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, পাইপ ইত্যাদি।

৬.৭ "ধূমপায়ী" অর্থ একজন ব্যক্তি যিনি ধূমপান করেন।

৬.৮ "ধূমপানমুক্ত" অর্থ নির্দেশিকার নির্ধারিত স্থান ও পরিবহন যেখানে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৭. নির্দেশনা বাস্তবায়ন নীতিসমূহ

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন শতভাগ ধূমপানমুক্তকরণের জন্য এ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.১ প্রাথমিকভাবে এই নির্দেশিকাটি প্রয়োগের পূর্বে এবং পরে যথেষ্ট তথ্য, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে।

৭.২ নির্দেশিকাটি সম্পর্কে স্পষ্ট বোধগম্যতা না থাকার কারণে বা না বোঝার কারণে অথবা সর্তকতার অভাবে যদি নির্দেশিকাটির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়, তখন আরো কার্যকরী তথ্য, পরামর্শ এবং দিক নির্দেশনা সংযোজন করা হবে।

৭.৩ নির্দেশিকাটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও এটি কেউ অমান্য বা লজ্ঘন করলে বা অসহযোগী মনোভাব প্রর্দশন করলে সেক্ষেত্রে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তবে প্রতিটি আইনানুগ পদক্ষেপ যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত হতে হবে। যেহেতু আইন প্রয়োগ ও প্রচারের কাজে এবং জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে সাহায্য করে সেকারণে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

৭.৪ নির্দেশিকাটি সকল নাগরিকের কাছে সহজলভ্য করা হবে। যেমন- কর্পোরেশনের নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রদান, স্থানীয় সরকারের ওয়েব সাইটে প্রদান এবং প্রয়োজনে প্রিন্ট কপি বিতরণ করা হবে।

৭.৫ নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল অঞ্চল/বিভাগ, কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস এবং ব্যক্তিকে সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.৬ সংবিধান, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, স্থানীয় সরকার আইন ও বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগে সহায়ক হবে।

৭.৭ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে অবশ্যই স্বচ্ছতা, সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সকলকে অবহিত করা, কার্যকর ও সময়নিষ্ঠ অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

৭.৮ একজন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ আইনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে এ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডের জনবহুল স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যোগাযোগের তথ্যাদি প্রর্দশিত করার ব্যবস্থা করা হবে।

৭.৯ এ নির্দেশিকা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং তৎপরবর্তীতে আইনের সংশোধনের আওতায় প্রণীত বিধিমালা ও নীতিসমূহ অনুসরণে সহায়ক হবে, পাশাপাশি সহযোগিতা প্রদান করবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে। ঢাকা তথা বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, আইনী কার্যক্রমকে তুলে ধরতে যথেষ্ট প্রমানাদী ও যাচাই প্রক্রিয়া, তথ্য ও উপদেশ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি, আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।

৮. পরিদর্শন ও মনিটরিং

ধূমপানমুক্ত স্থান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মনিটরিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্দেশিকা অনুসারে ধূমপানমুক্ত স্থান বাস্তয়নের লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ স্বউদ্যোগে বা অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যক্রম

পরিচালনা করবেন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ তাদের অন্যান্য বিষয় যেমন- খাদ্য ও খাদ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্থান পরিদর্শন কালে ধূমপান সম্পর্কে তদারকি করবেন।

৮.১ স্বউদ্যোগ পরিদর্শন

৮.১.১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ স্বউদ্যোগে বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন পরিদর্শন করবেন। এ পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য হবে সংশ্লিষ্ট পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ও কর্মক্ষেত্রে ধূমপানমুক্ত স্থান তৈরিতে পরামর্শ প্রদান। প্রয়োজনে একটি সাধারণ ও নির্দিষ্ট ফরমেট অনুযায়ী তথ্য বা পরামর্শ প্রদান করা হবে।

৮.১.২ স্বউদ্যোগ পরিদর্শন যেহেতু একটি পূর্ব ঘোষিত রুটিন মাফিক পরিদর্শন, সেহেতু পরিদর্শনকৃত এলাকায় আইনের বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে পরিমাপ করা নাও যেতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে স্ব উদ্যোগে পরিদর্শন করা হবে-

৮.১.২.১ যে সকল স্থানে ধূমপান হয় এরকম এলাকায় পূর্ব ধারণার প্রেক্ষিতে ;

৮.১.২.২ যে সকল ক্ষেত্রে জনগণ ধূমপানের আইন সম্পর্কে অবহিত নয়;

৮.১.২.৩ যে সকল স্থানে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে অনাগ্রহ বা বিরোধিতা করার সম্ভাবনা রয়েছে;

৮.১.৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে রেজিস্টার ব্যবহার করবেন। এই রেজিস্টারে পরিদর্শনের বিস্তারিত তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকবে।

৮.২ অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন

৮.২.১ ধূমপানমুক্ত নির্দেশনাটি লঙ্ঘিত হয়েছে এ রকম অভিযোগের ভিত্তিতেও পরিদর্শন করা হবে। অভিযোগ লিখিত, মৌখিক, ইমেইল, ফ্যাক্স বা অন্য কোনো উপায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবগত করাতে হবে।

৮.২.২ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগের প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পরিদর্শনের সংখ্যা বা মাত্রা নির্ভর করবে যথাক্রমে গৃহীত অভিযোগ, অভিযোগের প্রেক্ষাপট, অভিযোগ প্রদানের প্রক্রিয়ার ওপর।

৯. সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান

৯.১ প্রতিটি পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন এবং কর্মক্ষেত্রে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০05 এবং তৎপরবর্তীতে আইনের সংশোধনী অনুযায়ী ধূমপান মুক্ত এলাকায় সর্তকতা নোটিশ বা লেখা ও সাইন প্রদর্শন করতে হবে।

৯.২ পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে "ধূমপান থেকে বিরত থাকুন" সাইন প্রদর্শনের ব্যবস্থা- প্রতিটি পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে নিম্ন বর্ণিত সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যথা-

৯.২.১ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ধূমপানমুক্ত সাইনসহ ধূমপানমুক্ত এলাকায় "ধূমপান হতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" মর্মে লিখিত সতর্কবাণী দৃষ্টিযোগ্য একাধিক স্থানে, বাংলা এবং প্রয়োজনবোধে ইংরেজিতে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২.২ যদি কোনো পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে একাধিক প্রবেশ পথ থাকে, তবে একাধিক প্রবেশ পথের দৃষ্টিগোচর স্থানে সতর্কবাণী প্রর্দশন করতে হবে।

৯.২.৩ সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের সাদা জমিনে লাল রঙের অক্ষরে বা কালো জমিনে হলুদ অক্ষরে ধূমপানমুক্ত সাইন লিখতে হবে।

৯.২.৪ পাবলিক প্লেসের প্রবেশ পথের এক পাশে সুনির্দিষ্ট সতর্কবাণী আটকে বা সেঁটে স্থাপন করতে হবে। এছাড়া উক্ত স্থানের অভ্যন্তরে একাধিক স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ এমন ভাবে প্রদর্শন করতে হবে যাতে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

৯.২.৫ পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের ন্যূনতম সাইজ হবে ৬০ সে:মি: X ৩০ সে:মি:। পাবলিক পরিবহনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয় এমন আকারে, প্রদর্শনযোগ্য স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ স্থাপন করতে হবে।

১০. আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নিয়োগ

আইনের প্রয়োগের জন্য অবশ্যই অতিরিক্ত সম্পদ অর্থাৎ জনবলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এক বা একাধিক আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। যিনি পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন এবং কর্মক্ষেত্র পরিদর্শনে এবং আইন ভঙ্গের বিষয়টি লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত হবেন। এই কর্মকর্তা নির্দেশিকার বিধিবিধান বাস্তবায়নকৃত এলাকায় প্রয়োগ করবেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনের বাধ্যবাধকতা পালনের ক্ষেত্রে পরামর্শ দেবেন।

১১. মোবাইল কোর্ট চালু করা

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আদালতের সাথে অংশীদারীত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে অথবা নিজস্ব ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। নিয়মিত ভাবে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট তাৎক্ষণিকভাবে আইন ভঙ্গের বিচার কার্য সম্পাদন, শাস্তি প্রদান এবং আইন প্রতিপালনে সহায়তা দেবে।

১২. লিখিত ও মৌখিক সতর্কতা প্রদান

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন প্রয়োগে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন-

১২.১ মৌখিক সতর্কতা: ধূমপানমুক্ত এলাকায় কাউকে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে না পারলে সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সাধারণ মৌখিক সতর্কতা প্রদান করবেন।

১২.২ লিখিত সতর্কতা: প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে লিখিত সতর্কতা দিতে পারবেন।

১২.৩ নির্দেশিকা অনুযায়ী আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন।

১৩. জরিমানা ও শাস্তি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ঘোষিত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত স্থান সংক্রান্ত নির্দেশনা কেউ লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে-

১৩.১ ধূমপান করা যাবে না এমন স্থানে ধূমপানমুক্ত সাইন বা সর্তকতা নোটিশ প্রদর্শন না করলে সেই পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ও কর্মক্ষেত্রের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেয়া।

১৩.২ ধূমপানমুক্ত এলাকায় কোনো ব্যক্তি ধূমপান করলে সে ক্ষেত্রে সর্তকতা নোটিশ বা আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৩.৩ ধূমপানমুক্ত এলাকায় কেউ ধূমপান করলে উক্ত এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, ব্যবস্থাপক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৩.৪ ধূমপানমুক্ত এলাকায় কেউ ধূমপান করলে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করা।

১৩.৫ এ সকল জরিমানার অর্থ বিধি মোতাবেক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া।

১৪. শিশু বা কমবয়সীদের ক্ষেত্রে করণীয়

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এই ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা শিশু ও কম বয়সীদের জন্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে The Juvenile Smoking Act 1919 (Ben. ACT II of 1919) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে - ১) শাস্তি ব্যতিত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান; ২) মৌখিক সর্তকতা প্রদান; ৩) অভিভাবককে চিঠি প্রদান; ৪) কর্মজীবী ও পথ শিশুদের জন্য কাউন্সিলিং প্রদান; ৫) স্কুলভিত্তিক শিক্ষা প্রদান; ৬) শিশুদের জন্য কাজ করে এমন সংগঠনসমূহকে যুক্ত করা;

১৫. আইন প্রয়োগে সহযোগিতা

সিটি কর্পোরেশন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করবে। এছাড়া ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন সংস্থা, কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের সহযোগিতা গ্রহণ করবে। সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান নিয়মনীতি অনুসরণ পূর্বক এ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৬. হেল্পলাইন স্থাপন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন বা নির্দেশিকাটি ভঙ্গের অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য একটি ফ্রি টেলিফোন হেল্পলাইন স্থাপন করবে যা মানুষকে অভিযোগ প্রদানে উৎসাহিত করবে।

১৭. ধূমপান ত্যাগে সহযোগিতা

জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম দায়িত্ব। যে সকল ব্যক্তি ধূমপান ত্যাগে আগ্রহী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন একটি হেল্প লাইন স্থাপন করবে। উক্ত হেল্প লাইন যথাযথ পরামর্শ ও ধূমপান ছাড়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে। পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে ধূমপান ত্যাগে সচেতনতা ও পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

১৮. তথ্য, শিক্ষা ও প্রচার

পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত স্থান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে-

১৮.১ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৮.২ এ বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে তথ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতা নেয়া।

১৮.৩ সিটি কর্পোরেশনের প্রকাশনা ও বিভিন্ন ডকুমেন্টসে এ সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত করা।

১৮.৪ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের আওতাভূক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়নের ক্ষেত্রে ধূমপানমুক্তকরণ শর্ত প্রদান।

১৮.৫ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে তাদের নিজ নিজ কর্মএলাকায় প্রচারণা চালাতে আহ্বান জানানো।

১৮.৬ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে পর্যাপ্ত ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন।

১৮.৭ স্থানীয় কেবল অপারেটরদের পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ে তথ্য প্রচারের জন্য আহ্বান।

১৮.৮ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের মালিকদের সংগঠনকে ধূমপানমুক্তকরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ।

১৯. অন্যান্য কৌশল

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ধূমপান ত্যাগে এবং ধূমপানমুক্ত স্থান তৈরিতে উৎসাহী করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করবে। যথা–

১৯.১ চাকুরি প্রদানের ক্ষেত্রে "অধূমপায়ী" কে বিশেষ গুণাবলি হিসেবে বিবেচনা করা।

১৯.২ যারা ধূমপানমুক্ত পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখছে এবং যারা ব্যক্তিগত ভাবে অধূমপায়ী ও এর চর্চা করছেন এমন কাউন্সিলরদের বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

১৯.৩ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরমে ধূমপান বিরোধী স্লোগান বা বার্তা প্রদান করা।

১৯.৪ ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে পাবলিক প্লেস ধূমপানমুক্ত রাখার শর্তারোপ করা।

১৯.৫ সিটিজেন চার্টারে ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক তথ্য লিপিবদ্ধ করা।

১৯.৬ ধূমপানের পক্ষে কোনো রকম বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড, বা যেকোনো প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ইমেইল, ইন্টারনেট, টেলিকাস্ট বা অন্যান্য মাধ্যমে লিখিত, ছাপানো বা কথিত শব্দের দ্বারা প্রচারে নিরুৎসাহিত করা।

১৯.৭ তামাক কোম্পানীর শক্তিশালী প্রচারণা ও বিভ্রান্তি মূলক তথ্য প্রচার ও প্রদানকে প্রতিহত করতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশীদারিত্ব তৈরি।

২০. নির্দেশিকাটি কার্যকারিতার ক্ষেত্রে অভিযোগ

২০.১ অভিযোগ বা অসন্তুষ্টি প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দেশিকাটির দুর্বল দিক চিহ্নিত করা এবং তা উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে।

২০.২ নির্দেশিকাটি প্রয়োগের অসঙ্গতি বা প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে যেকোনো অভিযোগ বা অসন্তুষ্টির প্রেক্ষিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২০.৩ হেল্পলাইন বা বিভিন্ন পাবলিক প্লেস বা কর্মক্ষেত্রে অভিযোগ বক্সের মাধ্যমে জনগণ তাদের মতামত বা অভিযোগ জানাবে।

২১. বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও রিভিউ

২১.১ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তার সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রতিনিধি দল গঠন করবে। আইন প্রয়োগ মূলত একটি বার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হবে যা পর্যালোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা হবে। নির্দেশিকাটির বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নে সক্ষম এমন একজন দক্ষ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্দেশিকার কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২১.২ এ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের ভার বিভিন্ন সংস্থা, কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের মালিক বা ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ওপর বর্তায় এবং তারা তাদের কাজ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে বাস্তবায়ন করবে। তাদের দায়িত্ব হলো-

২১.২.১ নির্দেশিকা অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে সতর্কতা নোটিশ প্রদান;

২১.২.২ ধূমপানমুক্ত স্থান থেকে ছাইদানী অপসারণ করা;

২১.২.৩ আইন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা;

২১.২.৪ কোনো ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত স্থানে ধূমপান না করতে উৎসাহিত করা;

২১.৩) নির্দেশিকার সফলতা মূলত পরিমাপ করা যাবে কি পরিমাণ স্থান আইনের চাহিদা পূরণ করেছে তার ওপর। সংশ্লিষ্ট বিভাগ এটি নিশ্চিত করবে যে, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা নির্দেশিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা আইনের মূলনীতিসমূহ নিয়মিত যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা তা একটি টিম নিয়মিত মনিটরিং করবে। মনিটরিং টিম বিষয়টি মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করবে। পাশাপাশি ত্রৈমাসিক মনিটরিং সভার মাধ্যমে নির্দেশিকাটি পূঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবে।

২১.৪) বর্তমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন রিভিউয়ের আলোকে নির্দেশিকাটিও রিভিউ হবে। নির্দেশিকাটি কার্যকর হওয়ার ১ বছর পর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এটি রিভিউ হবে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এই ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকাটি ১৫/১০/২০১২ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে।

২২. ধূমপানমুক্ত আইন প্রয়োগ প্রক্রিয়া

নিশ্চিত হোন যে, "ধূমপানমুক্ত" চিহ্ন সঠিক ভাবে, সবাই দেখতে পায় এমন নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হয়েছে

ধূমপায়ীকে "ধূমপানমুক্ত" চিহ্ন প্রদর্শন ও মনোযোগ আকর্ষণ করা, বিনয়ের সাথে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে বলা

কেউ ধূমপান করলে তা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর জন্য এবং ধূমপায়ী উভয়ের জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা জানানো

যদি উক্ত ব্যক্তি কর্মী হয় ও ধূমপান চালিয়ে যান

ব্যাখ্যা করুন যে, ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এর মূল উদ্দেশ্য হলো সকলের জন্য নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরি। প্রয়োজনে আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

যদি উক্ত ব্যক্তি বাইরের কেউ হয় এবং ধূমপান চালিয়ে যান

ব্যাখ্যা করুন যে, যদি সে ধূমপান করে তবে কর্মীরা তাকে কোনো সহযোগিতা করবে না।

উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ছেড়ে যেতে বলুন এবং কোথায় ধূমপান করতে পারবে তা জানান

যদি সে স্থান ত্যাগ করতে অসম্মতি জানায় তবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিন।

- দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানান
- মোবাইল কোর্টকে জানান

সকল ঘটনা ও ফলাফলের রেকর্ড রাখুন

অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হলে পুলিশের সহযোগিতা নিন

২৩. তথ্যসূত্র

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫

২. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণে কৌশলগত পরিকল্পনা ২০০৭-২০১০

৪. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) প্রতিবেদন ২০০৯

৫. WHO Study: Impact of Tobacco related illnesses in Bangladesh

৬. The Railways Act, 1890 (ACT IX 1890),

৭. The Juvenile Smoking Act 1919 (Ben. ACT II of 1919),

৮. The Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ord. No. III of 1976)

৯. The Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978 (Ord No.XLV III of 1978),

১০. The Khulna Metropolitan Police Ordinance 1985 (Ord. No. LII of 1985)

১১. রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন)

১২. ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক নির্দেশিকা: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

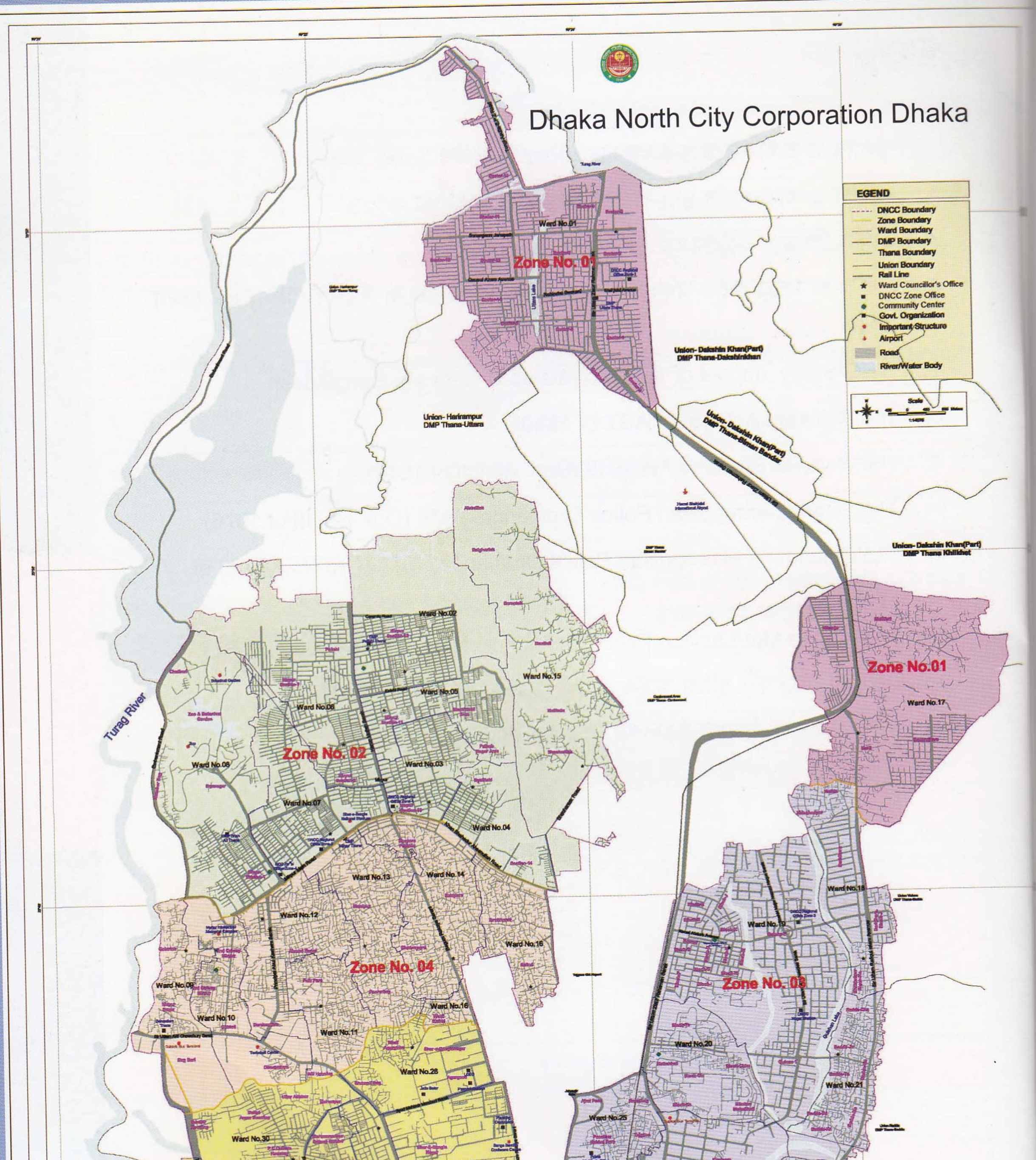
Dhaka North City Corporation Dhaka
EGEND
DNCC Boundary
Zone Boundary
Ward Boundary
DMP Boundary
Thana Boundary
Union Boundary
Rail Line
Ward Councillor's Office
DNCC Zone Office
Community Center
Govt. Organization
Important Structure
Airport
Road
River/Water Body
Scale
Zone No. 01
Ward No.01
Union- Harirampur
DMP Thana-Uttara
Union- Dakshin Khan(Part)
DMP Thana-Dakshinkhan
Union- Dakshin Khan(Part)
DMP Thana-Biman Bandar
Union- Dakshin Khan(Part)
DMP Thana Khilkhet
Zone No.01
Ward No.17
Turag River
Zone No. 02
Ward No.02
Ward No.05
Ward No.06
Ward No.08
Ward No.03
Ward No.07
Ward No.04
Ward No.15
Zone No. 04
Ward No.13
Ward No.14
Ward No.12
Ward No.16
Ward No.09
Ward No.10
Ward No.11
Zone No. 03
Ward No.18
Ward No.19
Ward No.20
Ward No.21
Ward No.25
Ward No.24
Ward No.22
Ward No.36
Ward No.35
Ward No.23
Zone No. 05
Ward No.28
Ward No.30
Ward No.29
Ward No.27
Ward No.32
Ward No.31
Ward No.26
Ward No.33
Ward No.34

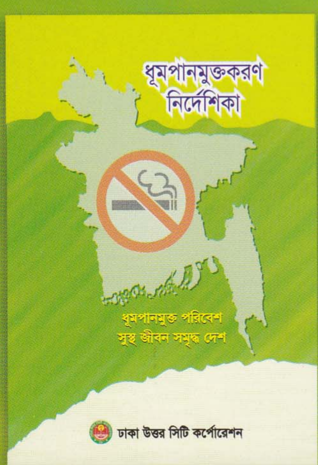

মুদ্রণ ও প্রকাশনায় সহযোগিতায়
ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ (সিটিএফকে)
প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৩